



## 129353 - ওজুতে মুখমণ্ডলের সীমানা

### প্রশ্ন

আমি পড়ছি ওজুতে মুখমণ্ডলের সীমানা হচ্ছে-চুল গজাবার স্থান থেকে খুতনি পর্যন্ত এবং এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত। এর সপক্ষে কী কোন দলিল আছে; নাকি এটি আলমেগণের ইজতহিদ?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলমেগণের সর্বসম্মতক্রমে এটি মুখমণ্ডলের সীমানা। আরবী ভাষাতেও এতটুকুকে মুখমণ্ডল বলা হয় যে ভাষায় কুরআনে কারীম নাযলি হয়েছে। অতএব, মুখমণ্ডলের এই সীমানা দুইটি শরয়ি দলিলের মাধ্যমে সাব্যস্ত।

-আলমেগণের ঐকমত্য ও ইজমার ভিত্তিতে; ইজমা হচ্ছে দলিল।

-আরবী ভাষার দলিল; যে ভাষাতে কুরআন নাযলি হয়েছে। আরবী ভাষার মাধ্যমে আমাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। শরয়িতে এ দলিলের কোন বিপরীত দলিল নাই।

আল্লাহ তাআলা বলেন: হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন সালাতের জন্য উঠবে, তখন তোমাদের মুখমণ্ডল এবং কনুই পর্যন্ত হস্তদ্বয় ধৌত করবে। আর তোমাদের মাথা মাসহে করবে এবং পা গোড়ালি পর্যন্ত ধৌত করবে।”[সূরা আল-মায়িদা, আয়াত: ০৬]

কোন কছির সম্মুখ অংশকে সবে জনিসিরে মুখ বলে।

[আল-মুহতি ফলি লুগাহ (১/৩১৪), কতিবুল আইন (৪/৬৬)]

কুরতুবী বলেন:

الوجه শব্দটি الوجه থেকে উদ্ভূত। এ অঙ্গটির মধ্যে আরো কয়েকটি অঙ্গ শামলি। এ অঙ্গেরে দরৈঘ্য ও প্রস্থ রয়েছে। দরৈঘ্যের দিক থেকে এর সীমা হচ্ছে- কপালের উপরিভাগ থেকে চোয়ালের হাড়দ্বয়েরে প্রান্তভাগ পর্যন্ত। আর প্রস্থেরে দিক থেকে এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত। সমাপ্ত। [আল-জামে লিআহকামলি কুরআন, ৬/৮৩]



তিনি আরও বলেন:

যে জনিসিরে মাধ্যমে মুখোমুখি হওয়া সম্পন্ন হয় সে জনিসিকে আরবগণ মুখ বলে থাকেন। সমাপ্ত। [আল-জামে লিআহকামলি কুরআন ৬/৮৪]

ইবনে কাছরি বলেন:

ফকিহদিগগণের নকিট মুখমণ্ডল হচ্ছে- দরৈঘে মাথার চুল গজাবার স্থান থেকে চোয়ালরে হাড়দ্বয়রে প্রান্তভাগ ও থুতনি পর্যন্ত- টাকমাথাওয়ালা ও প্রশস্ত কপালওয়ালা ধর্তব্য নয়। আর প্রস্থে এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত। সমাপ্ত।

সরীজি (রহঃ) বলেন:

এরপর মুখমণ্ডল ধর্ত করবে। এটি ফরজ। দলিল হচ্ছে- আল্লাহর বাণী: “তোমরা তোমাদের মুখমণ্ডল ধর্ত কর।”

মুখমণ্ডল হচ্ছে- দরৈঘে মাথার চুল গজাবার স্থান থেকে থুতনি ও চোয়ালরে হাড়দ্বয় প্রান্তভাগ পর্যন্ত এবং প্রস্থে এক কান থেকে অপর কান পর্যন্ত। সমাপ্ত।

নববী বলেন:

গ্রন্থকার মুখমণ্ডলরে যে সীমানা উল্লেখ করেছেন সেটো সঠিক। শাফয়ে মাযহাবরে আলমেগণ এ মতে রয়ছেন এবং ইমাম শাফয়ে ‘আল-উম্ম’ গ্রন্থে স্পষ্টভাবে তা উল্লেখ করেছেন। আল-মাজমু গ্রন্থ ১/৪০৫ সংকলতি]

ইমাম নববী “আল-মাজমু” গ্রন্থে আরও বলেন:

যে জনিসিরে মাধ্যমে মুখোমুখি সম্পন্ন হয় সেটো আরবদের নকিট الوجه বা মুখমণ্ডল। সমাপ্ত।

কাসানি ‘বাদায়িস সানাই’ গ্রন্থে বলেন (১/৩):

সরাসরি রেওয়াজতে তিনি মুখমণ্ডলরে পরিধি উল্লেখ করেননি। তবে শাখা রেওয়াজতে এসছে- মুখমণ্ডল হচ্ছে চুল গজাবার স্থান থেকে থুতনি নীচ পর্যন্ত এবং দুই কানরে লতি পর্যন্ত। মুখমণ্ডলরে এ সীমানা নির্ধারণ সঠিক। কারণ এ নির্ধারণটি এসছে শব্দরে আভিধানিক অর্থরে বিবেচনা থেকে। যহেতে الوجه বা মুখ বলা হয় যে জনিসিরে মাধ্যমে মানুষ মুখোমুখি হয়। অথবা স্বভাবতঃ যে জনিসিরে মাধ্যমে মুখোমুখি হওয়া হয়। এতটুকু অঙ্গরে মাধ্যমে মানুষ মুখোমুখি হয়ে থাকে। সমাপ্ত।

দখুন: দাকায়কে উলনি নুহা (১/৫৬), কাশশাফুল কনি (১/৯৫), আল-মুগনি (১/৮৩), তাবয়নিল হাকায়কে (১/২), ফাতহুল কাদরি (১/১৫), মাতালবি উলনি নুহা (১/১১৩), রাদ্দুল মুহতার (১/৯৬), আল-মাওসুআ আল-ফকিহিয়া (৪/১২৬), তাফসরি ইবনে কাছরি



(৩/৪৮), আল-কুল্লিয়াত (১৬২৮), আল-লুবাব (৭/২১৯), তাফসরিল বাগায়ি (৩/২১), নাযমুদ দুৱার (২/৪০৩)।

তাফসরিকার, ফকিহবদি ও ভাষাবদিগণ ঐকমত্য হয়ছেন যে, যে জনিসিরে মাধ্যমে মুখোমুখি সম্পন্ন হয় সটোকৈ মুখ বলা হয় এবং এটাই মুখের সীমানা। দলিল হওয়ার জন্য এতটুকু যথেষ্ট।

আল্লাহই ভাল জানেন।